যুগান্তর

তারিখ ... 8 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীরব দুর্নীতি

মোঃ মুজিবুর রহমান

যাদের দায়িত্ব শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নসহ স্কুলের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা, তারা যদি নিজেরাই অনৈতিকভাবে অর্থ আদায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তাহলে আমরা কার কাছে স্কুলের উন্নতি আশা করব? আমাদের অন্তহীন প্রত্যাশা, স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তারা স্কুলকে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ করে গড়ে তুলবেন। বিশেষ করে স্কুলগুলোয় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পথ বন্ধ করবেন চিরতরে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক প্রচেষ্টা ও নানামুখী পদক্ষেপের পরও বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করা যাচ্ছে না কিছুতেই। এ নিয়ে নিকট অতীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাধিকবার স্কুলগুলোকে সতর্ক করলেও তাতে কোন কাজ হয়নি। বরং অনেক স্কুল পুর্ণোদ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে যাচ্ছে। এর প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার কয়েকটি নামকরা স্কুলের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় পত্রপত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এটি দেশজুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বহু অভিভাবক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়ে যতই আলোচনা-সমালোচনা হোক না কেন, অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী স্কুলগুলোর এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না।

মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে শৃংখলা আনার লক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির একটি নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ নীতিমালায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ভর্তির জন্য কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কত টাকা আদায় করতে পারবে তার পরিমাণও নির্ধারণ করে দেয়া হয়। নবপ্রণীত নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা লংঘন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় অব্যাহত রেখেছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি ও উন্নয়ন ফি হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা আদায় করছে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। রাজধানীর নামকরা বেশ কয়েকটি স্কুলের বিরুদ্ধে ভর্তি ফি ছাড়াও ডোনেশনের নাম করে হাজার হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। অনেক স্কুলে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়ে গেছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে অর্থ আদায়ের এ অংক জনপ্রতি লাখ টাকা ছাড়িয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একদফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে একাধিক পত্রিকায় বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে, তা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দ্রুত। যদি কোন প্রতিষ্ঠান সরকারের নির্দেশ অমান্য করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। বাস্তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ কতটুকু সফল হবে, তা দেখার বিষয় হয়ে রইল।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কোচিং বাণিজ্য বন্ধকরণ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠানপ্রধান শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবের সঙ্গে অহেতুক বচসায় লিপ্ত হয়েছিলেন বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমরা মনে করি, এ ধরনের আচরণ শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত নামকরাই হোক না কেন, অনিয়ন্ত্রিতভাবে অর্থ আদায় করতে গিয়ে তা বেসামাল হয়ে পড়বে, তা মেনে নেয়া যায় না। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার স্বার্থে অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অজুহাতে প্রায় সারাবছর অর্থ আদায় করে থাকে। অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো এমন সব অভিনব খাতের সৃষ্টি করে যা দেখলে আমাদের বিস্ময়ের কোন শেষ থাকে না। প্রকৃত সত্য, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ শিক্ষাজীবনের কথা ভেবে বহু অভিভাবক নীরব থাকেন। অন্য কথায়, অভিভাবকরা স্কুলের চাহিদামতো টাকার জোগান দিয়ে যান একরকম বাধ্য হয়ে। অভিভাবকরা স্কুলের কাছে বলতে গেলে জিম্মি হয়ে থাকেন ততদিন, যতদিন না সন্তানের পড়ালেখা শেষ হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিনব খাতের একটি উদাহরণ পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করছি। একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের অর্থ আদায়ের রশিদে দেখা যায়, 'বিবিধ' খাতের পাশাপাশি 'অন্যান্য' শীর্ষক আরও একটি খাত সৃষ্টি করে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। আমাদের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, 'বিবিধ' খাতে অর্থ আদায়ের পর 'অন্যান্য' খাত সৃষ্টি করে অর্থ আদায়ের রহস্য কী? এ দুটো খাতের অর্থগত পার্থক্য বুঝতে কি আমরা অক্ষম? স্কুলগুলো হয়তো ধারণা করে থাকে, অভিভাবকরা এ দিকটি উপেক্ষা করে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বহু সচেতন অভিভাবক রয়েছেন যারা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন, অথচ তাদের করার থাকে না কিছুই। শুধু এই একটি উদাহরণ নয়। এমন আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যেগুলো অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ বহন করে জোরালোভাবে।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আদায়ের ফলে অভিভাবকদের যে শুধু আর্থিক ক্ষতি হয়, তা নয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি হয়। প্রধান ব্যাপার হল, অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়টি শিক্ষার্থীদেরও অজানা থাকে না। তারা জেনে যাচ্ছে, তাদের শিক্ষকরা নানা অজুহাতে অর্থ আদায় করে থাকে এবং কখনও কখনও ওই অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। একে এক কথায় 'নীরব দুর্নীতি' হিসেবেই আখ্যায়িত করা চলে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী থাকাকালেই তারা অনৈতিকতার মাধ্যমে অর্থ আয়ের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণালাভ করে বলে ধরে নেয়া যায়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন পথ বের করা না গেলে আমরা উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ভবিষ্যৎ নাগরিক কোথায় পাব? স্কুলগুলো কি এ দিকটি ভেবে দেখে? আমাদের মনে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, সুশিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতার শিক্ষালাভের জন্য যেখানে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানো হয়, সেখানে যদি শিক্ষার্থীরা দেখে যে, শিক্ষকদের একটা অংশ অর্থ আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের অজুহাত সৃষ্টি করেন তাহলে কী করে তারা নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে? আশ্চর্যের ব্যাপার, যখনই কোন স্কুলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তখনই ওই স্কুল গতানুগতিকভাবে অভিযোগ খণ্ডন করে বলে থাকে, স্কুলের যে আয় হয় তা দিয়ে স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব হয় না বলেই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে। কোন কোন স্কুল অতিরিক্ত আদায়ের যৌক্তিকতা এবং বৈধতা তুলে ধরে সাফ জানিয়ে দেয়, এ বিষয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন রয়েছে। স্কুলগুলোর এ ধরনের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলব, অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে ম্যানেজিং কমিটির কর্তৃত্ব অসীমিত নয়। আমরা জানি, স্কুল উন্নয়নে ম্যানেজিং কমিটির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সারাদেশে বহু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সফলতার সঙ্গে স্কুল উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকাও রেখে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্তি অর্থ আদায়ের জন্য গুটিকয়েক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন দিলেও, তা আইনসম্মত হতে পারে না। নৈতিকতার দিক থেকে তো গ্রহণযোগ্য নয়ই।

অপরদিকে অভিভাবক মহলে এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থ আদায় প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুধু স্কুলই জড়িত নন বরং এ ব্যবস্থার সঙ্গে কোন কোন স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, যাদের দায়িত্ব শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নসহ স্কুলের সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা, তারা যদি নিজেরাই অনৈতিকভাবে অর্থ আদায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তাহলে আমরা কার কাছে স্কুলের উন্নতি আশা করব? আমাদের অন্তহীন প্রত্যাশা, স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, তারা স্কুলকে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ করে গড়ে তুলবেন। বিশেষ করে স্কুলগুলোয় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পথ বন্ধ করবেন চিরতরে। আমরা মনে করি, যে কোন অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ওপরও বর্তায়।

শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে অনেক স্কুলে নিয়মিত পড়ালেখা না হওয়ার একটি উদাহরণ দিয়েই এ লেখা শেষ করব। মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীর হাতে সরকার নতুন বই তুলে দিয়েছে। তবে এখনও যদি কোন স্কুলে কোন শিক্ষার্থী নতুন বই না পেয়ে থাকে তাহলে এ সংখ্যা একেবারে নগণ্য বলে ধারণা করি। অথচ শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেলেও বহু স্কুলে পুরোদমে পাঠদান শুরুই হয়নি। বছরের শুরুতে পাঠদানের ক্ষেত্রে অনেক স্কুলে এক ধরনের ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ কম উদাসীন নয়। ইতিমধ্যে জানুয়ারি মাসের প্রায় অর্ধেক হতে চলল। পড়ালেখা শুরুই হয়নি। কয়েকদিন পর আরম্ভ হবে বার্ষিক ক্রীড়াসহ অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার হিড়িক। তখন কি নিয়মিত পাঠদানে ব্যাঘাত ঘটবে না? তাহলে বছরের শুরুতেই অবহেলা করে পাঠদানঘণ্টা নষ্ট করা কেন? তথ্য রয়েছে, অনেক স্কুলে এখনও ক্লাস রুটিনই প্রণয়ন করা হয়নি। এ পরিস্থিতি কি শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট এবং কোচিংমুখী করবে না? অবহেলা করে পাঠদানের নির্দিষ্ট সময় নষ্ট করাও তো এক ধরনের অনিয়ম। এগুলো দেখার দায়িত্ব কি ম্যানেজিং কমিটির নয়?

মোঃ মুজিবুর রহমান : সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
mujibur30@yahoo.com